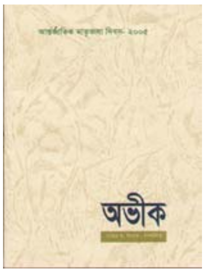

তিনি কবিতা লেখেন। কবিতার ভাষায় কথা বলেন। রোমান্টিক কবি তাহের ম. শায়েখ জেদ্দা প্রবাসী। শীতলক্ষার তরতরে শীতল ধারা বুকে তার বহমান। বর্তমানে তিনি অবস্থান করছেন লোহিত সাগরের পাড়ে। যেখানে রয়েছে সমুদ্রের গর্জন এবং তার উথাল-পাতাল ঢেউ। সমুদ্রের সেই ঢেউই কবিতার ঢেউ হয়ে যাকে প্রতিনিয়তই জাগায়, আবেগ আপ্লুত করে, ভাবায়। তিনি কবি ও সম্পাদক তাহের ম. শায়েখ। যিনি সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা চেতনা থেকে জন্ম দিয়েছেন একটি অনুপম কবিতাপত্র **অভীক**। যা বর্তমানে ইন্টানেট সংস্করণেও রয়েছে। যেদিন সুশোভিত একটি বড় খামে করে আমার কাছে উড়ে এলো **অভীক**। খামটি খুলেই মুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর নতুন প্রকাশনার সুগন্ধ শুঁকে শুঁকে যখন মন প্রাণ ভরে উঠেছে। তারপরই কবির এই নতুন আবিস্কারের দিকে নজর দিই। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে যাই বিরামহীন। সংকলনে কবির বেশ ক'টি কবিতা রয়েছে, রিয়াদের কবি ফিরোজ খানএর কবিতাও রয়েছে। আরও রয়েছে জেদ্দার শালীনতাবোধ এবং সুশীল পাঠক সমাজের সাহিত্যপত্রিকা বহুমাত্রিকের সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান এর কবিতা। বলতে শরম লাগে! এই কবি ও সম্পাদক আমার একগুচ্ছ ছড়া দিয়েই কেন জানি না সংকলনের শুরুটা করেছেন! তা আমার বোধগম্য নয়।

কবির এই প্রকাশ মানসিকতার জন্যে বিশেষ করে প্রিন্ট করা যা এখানে রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ অবশ্যই। তারপরও তিনি তা করেছেন। তাতে ধন্যবাদ দিতেই হয়। তিনি সাধুবাদও পাওয়ার দাবীদার। পাঠকগন বিশিষ্ট লেখক নরুল্লাহ্ মাসুমের ওয়েব ম্যাগাজিন **স্পর্শক** থেকে কবি তাহের এর **অভীক** সংকলনটি পড়ে নিতে পারেন। তাতে সাহিত্যপ্রেমী পাঠক-পাঠিকাগন অবশ্য তৃপ্তি পাবেন বলেই আমার মনে হয়েছে।
স্বাধীনতার মাস এই মার্চে সবাইর প্রতি থাকলো রক্ত করবী শুভেচ্ছা।

-দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ, রুপসী চাঁদপুর
রিয়াদ, সউদী আরব।
তারিখঃ মার্চ ৪, ২০০৫ইং। **www.marupalash.com**

জেদ্দা থেকে আর একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে জনৈক বুলবুলের সম্পাদনায়। যাতে রিয়াদের লেখকদের কবিতাই সর্বত্র নজরে পড়েছে। যারা কবিতার সংজ্ঞাই এখনও জানে বলে আমার মনে হয় না।সেদিন এখানকার একজন স্বঘোষিত মহাকবি সে সংকলনটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বল্লেন-ভাই এটা অবশ্যই পড়বেন। বরাবরের মতোই গতানুগতিক। তাতে আহামরি কিছু নেই। তাই আলোচনারও প্রয়োজন মনে করি না। তবে সংকলনটিতে সবচে' যেটা আমার কাছে বেশী দৃষ্টি কটু মনে হয়েছে। তাহলো মরুপলাশ সাহিত্যপত্রের সম্পাদকীয় উপদেষ্টা একজন কবি ও প্রাবন্ধিক, একজন গবেষক, একজন ইন্টান্যাশনাল ফিগার, বোস্টনে যিনি একটি বিখ্যাত কলেজের প্রফেসর ড. এ-কে আব্দুল মোমেন। তাঁর অনুমতি ছাড়াই এবং আমার সঙ্গেও কোন যোগাযোগ না করে সেই অখ্যাত লেখকদের অখ্যাত সংকলনে ড. মোমেনকে আমেরিকার (!?) প্রতিনিধি বানিয়ে সস্তা মানসিকতার পাঠকদের সস্তা বাহবা কুড়াতে অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। জয় ভোলানাথ!! এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, রিয়াদ এ অনুষ্ঠিত সেদিন দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ ও প্রতিযোগিতার কথাই মনে পড়ে গেল। যাতে আমি নিজে মোট ১৩টি দেয়াল পত্রিকাকে নকল দোষে দুষ্ট বলে চিহ্নিত করেছি। উক্ত সংকলনের সম্পাদক এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মাঝে স্কুলে দেয়াল পত্রিকায় লেখকদের মানসিকতার হুবহু ছায়া খুঁজে পেয়ে ভীষণ কষ্ট পেলাম। এতে আমার নিন্দার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছি। তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে সে আশাই করি। ....**দেওয়ান আবদুল বাসেত, সম্পাদক-মরুপলাশ। www.marupalash.com**